নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

গল্প-কবিতা

“সাইটের জীবন”

লেখক-ইঞ্জিঃ এফ.এম. সাজেদুর রহমান প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ১ মিনিট পাঠ

ভোরের আলো ফুটে ওঠে, সাইটে মানুষ আসে,
হেলমেট পরে কাজের মাঝে, মুখে মিষ্টি হাসে।
রডের সাথে হাতুড়ি বাজে, বাজে কাজের গান,
ঘামের ফোঁটা ঝরে ঝরে, জাগে নতুন প্রাণ।

কেউবা রড কাটে মেপে, কেউবা বাঁধে রড,
কেউবা ইটের গাঁথনি তোলে, কেউবা ঢালে কংক্রিট।
কেউবা দেখে মাটির গভীর, কেউবা দেখে ঢাল,
সবার হাতে গড়ে ওঠে স্বপ্নেরই জাল।

রোদ যখন যায় মাথায় উঠে, গরম করে গা,
ঘাম ঝরিয়েও কাজ করে যায়—কাজই তাদের চাওয়া।
বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে, ভিজে যায় যে গা,
তবু সাইটে থেকে যায় তারা—ফেরার কথা না।

ইঞ্জিনিয়ার নকশা হাতে, মাপে কোণ আর ভার,
কোথায় কী হবে দেখে নেয় সে বারংবার।
নিরাপত্তা আগে রেখে, নিয়ম মেনে কাজ,
তারই মাঝে গড়ে ওঠে ভবনেরই সাজ।

দুপুর শেষে বিকেল নামে, কমে রোদের তাপ,
তবু হাতে বাকি থাকে অনেক কাজের মাপ।

হাতুড়ির টংটং শব্দ, মেশিনেরই গান,
শ্রমের তালে গড়ে ওঠে আগামীরই প্রাণ।

কেউবা ভাবে ঘরের কথা, কেউবা ভাবে মা,
কেউবা ভাবে ছোট্ট ছেলে ডাকবে কখন “বাবা”।
সংসারেরই হাসির জন্য ঘাম ঝরায় প্রাণ,
সাইটের মাঝে লুকিয়ে থাকে তাদের কত গান।

আজকে যেখানে ধুলো ওড়ে, কালকে হবে ঘর,
আজকে যেখানে শ্রম ঝরে, কালকে সুখের ভোর।
আজকে শুধু রড আর ইট, কালকে হবে প্রাণ,
এই শ্রমেই লেখা হবে আগামীরই গান।

সাইটের জীবন কঠিন হলেও স্বপ্ন থাকে পাশে,
কষ্ট যতই আসুক, তারা হাসে ভালোবেসে।
রোদ-বৃষ্টি পেরিয়ে যারা গড়ে নতুন ভুবন,
তাদের ঘামেই মাথা তোলে মানুষেরই ভবন।